দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৮।৬।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ...

008

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : শনিবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০ : ৪ঠা জুন, ১৯৮৩

মহিলাদের শিক্ষা

ব্যাপক নিরক্ষরতা ও শিক্ষার অভাব আমাদের দেশে উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় এবং দারিদ্র্য ও অন্যান্য বহুবিধ সমস্যারই মূলে। অতীতের সুদীর্ঘকালের অবহেলার ফলে, আমাদের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশই নিরক্ষর এবং শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক যে মহিলা সমাজ, তাদের মধ্যে নিরক্ষরতা এবং শিক্ষার অভাব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। শহরাঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতা ও শিক্ষার অনেকটা প্রসার ঘটলেও পল্লী এলাকায় বসবাসকারী বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলাদের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক নিরক্ষরতা ও শিক্ষার অভাব।

ব্যাপক নিরক্ষরতার দরুন এবং শিক্ষার অভাবের কারণেই; আমাদের দেশের নারীসমাজ—বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মহিলারা অবহেলিত, বঞ্চিত এবং অনেক ক্ষেত্রেই নিপীড়িত। নিরক্ষর ও শিক্ষার আলোকবঞ্চিত এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে অসহায় আর পরনির্ভরশীল বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা যথার্থ মর্যাদা পায় না।

দেশের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো—বিশেষ করে গ্রামের অবহেলিত মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ। গত বৃহস্পতিবার ইডেন গার্লস কলেজে, ছাত্রীদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে তিনি বলেছেন, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলারা সার্বিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করলেই কেবল প্রকৃত অগ্রগতি অর্জিত হতে পারে। জেনারেল এরশাদ গ্রামীণ মহিলাদের নিরক্ষরতা দূর করার ব্যাপারে ছাত্রীদের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের ওপরও জোর দেন, এবং এই ভূমিকা পালনের আহবান জানান।

জেনারেল এরশাদের এই আহবানের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা এবং নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে শিক্ষার আলো দেয়া যেমন সরকারের, তেমনি সমাজের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীরও দায়িত্ব। সরকার নিরক্ষরতা দূর করা এবং শিক্ষা বিস্তারের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্যেও নেয়া হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মসূচী। শিক্ষিত মহিলা-সমাজ—বিশেষ করে ছাত্রীরা গ্রামের অবহেলিত মহিলাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে, তাদের সাক্ষর করে তোলা এবং শিক্ষা দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলে, একটি মহৎ ও কল্যাণকর দায়িত্ব পালিত হবে। বস্তুত, এর ফলে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার পথই হবে প্রশস্ততর।